সংবাদ

তারিখ ... 03 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

নিষিদ্ধ নোট-গাইডে সয়লাব বাজার

প্রতিনিধি, নওগাঁ

নওগাঁর ধামইরহাটে শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই নোট-গাইড বই বিক্রি করতে উঠে পড়ে লেগেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক।

গত ৩১ ডিসেম্বর দুপুরে ধামইরহাট পূর্ব বাজারে সরকারি নিষিদ্ধ ঘোষিত গাইড বই বিক্রয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে 'গ্যালাক্সি' নামক নোট গাইড প্রকাশনা সংস্থা উপজেলার কালুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মাহি সন্তোষ, ঘোড়াবট কলোনি, পশ্চিম জাহানপুর, পশ্চিম নানাইচ, শল্পী, বনগ্রাম, বলরামপুর, উ. চৌঘাট, চৌঘাট, ফতেপুর, চকবদন, গোকুল, মড়লই, জগদল, দুর্গাপুর-চকিলাম, উদয়শ্রীসহ আরও কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ সেখানে অংশ গ্রহণ করেন। মাত্র ৫ শত টাকা, শ্রেণীভিত্তিক ১সেট গাইড বই, ১টি ক্যালেন্ডার ও ১ প্যাকেট খাবার প্রদানের বিনিময়ে সরকারি সিদ্ধান্ত বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেন শিক্ষকগণ। এতে কালুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খেলুন সরদারসহ আরও কয়েকজন নেতৃত্ব দেন। তবে অভিযুক্ত কালুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের (০১৭১৯-৬১৪৪০৩) সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলা হলে তিনি সাংবাদিককে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং বলেন, 'সাংবাদিকরা কি করতে পারেন তা আমি দেখে নেব।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ জানান, 'এই ঘটনা আমি শুনেছি, তবে কোন সরকারি শিক্ষকদের কাছে এমন ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক।' নওগাঁ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আমিনুল ইসলাম ঘটনার বিষয়ে (০১৭১১-৪৫১৬৯৯)বলেন, সরকারিভাবে নিষিদ্ধ থাকার কারণে শিক্ষক কর্তৃক স্কুলে শিশুদের নিকট নোট-গাইড বই সরবরাহ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে এইরূপ ঘটনার অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।' সরকারি পাঠ্য বইয়ের বাইরে এবং অনুমোদন বিহীন কোন বই বা গাইড শিক্ষার্থীদের হাতে দেয়ার প্ররোচনায় কোন শিক্ষক জড়িত থাকলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ধামইরহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার হোসেন আহমেদ জানান। সরকারি আইন অমান্যকারী জাতির মেধাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এইসব শিক্ষকদের সমুচিত শাস্তি দাবি করেছেন অভিভাবক মহল।